দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 9 JUL 2004 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 4 ...

ছাত্রদলের বাদপড়া নেতাদের পুনর্বাসনের আশ্বাস : তালিকা হচ্ছে

এইচএম সাগর

বিএনপির অন্যতম সহযোগী সংগঠন ছাত্রদলের নতুন কমিটি থেকে বাদপড়া শীর্ষনেতাদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এসব নেতাকে ঢাকা মহানগর, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দলসহ অন্যান্য সহযোগী সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া এবং মহাসচিবের পক্ষ থেকে বাদপড়া ছাত্রনেতাদের এ আশ্বাস দেয়া হয়েছে। বাদপড়া নেতাদের পাশাপাশি ছাত্রদলের বেশ কয়েকজন শীর্ষনেতাকেও বিএনপিতে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে একটি তালিকা করা হচ্ছে বলেও জানা গেছে।

বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আসম হান্নান শাহর কাছে এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি যুগান্তরকে বলেন, ছাত্রদলের নতুন কমিটি থেকে বাদপড়া নেতাদের অবশ্যই মূল্যায়ন করা হবে। এর বাইরে যেসব নেতা দলের দুঃসময়ে কাজ করেছেন তাদের মূল্যায়ন করা হবে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে তাদের চেয়ারপারসনের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে কাজ করতে হবে। চেয়ারপারসনের সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্য থাকতে হবে।

১ জুলাই ছাত্রদলের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। বাদপড়া নেতাদের অধিকাংশই বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত। তারেক রহমানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে বিগত সময়ে ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আজিজুল বারী হেলাল ও সাধারণ সম্পাদক শফিউল বারী বাবু সংগঠনটিতে প্রায় একক আধিপত্য বিস্তার করেন। শুধু ছাত্রদল নয়, বিএনপির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডেও এ দু'নেতার প্রভাব ছিল চোখে পড়ার মতো। নিজেদের অনুসারী নিয়ে পৃথক বলয় তৈরি করেন তারা। তাদের পাশাপাশি সিনিয়র সহ-সভাপতি সুলতান সালাহউদ্দিন টুকুর নেতৃত্বে সেই সময় বঞ্চিত নেতাদের একটি পৃথক বলয় তৈরি হয়। জরুরি অবস্থা জারির পর আজিজুল বারী হেলাল কারাবরণ করলে তার গ্রুপটি কিছুটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অপরদিকে টুকুর নেতৃত্বাধীন অংশটি সক্রিয় হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় ১ জুলাই সুলতান সালাহউদ্দিন টুকুকে সভাপতি করে ছাত্রদলের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। নতুন কমিটি থেকে ছিটকে পড়ে আজিজুল বারী হেলালের নেতৃত্বাধীন অংশটি। কমিটি ঘোষণার পর থেকেই তাদের অনুসারীরা নতুন কমিটির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করে। বাদপড়া ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি মোস্তফা খান সফরীসহ কয়েকজন নেতা গত কয়েকদিন আগে দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তারা কমিটিতে তাদের না রাখায় হতাশা ব্যক্ত করেন। জবাবে খালেদা জিয়া তাদের যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দলের বিভিন্ন কমিটিতে পদ দেয়ার আশ্বাস দিয়ে দলের পক্ষে কাজ চালিয়ে যেতে বলেন। বিষয়টি স্বীকার করে মোস্তফা খান সফরী যুগান্তরকে বলেন, চেয়ারপারসন তাদের দলের পক্ষে কাজ করে যাওয়ার আহবান জানিয়েছেন। সময়মতো তাদের মূল্যায়ন করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

এদিকে শুধু ছাত্রদলের নতুন কমিটি থেকে বাদ পড়া নয় সাবেক শীর্ষ নেতাদেরও দলের বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। সূত্র জানায়, ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যারা এ সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত তাদের পর্যায়ক্রমে দলের বিভিন্ন কমিটিতে জায়গা করে দেয়া হবে। এ লক্ষ্যে চেয়ারপারসনের নির্দেশে এ তালিকা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। এদিকে তালিকায় ছাত্রদলের যেসব নেতার নাম অন্তর্ভুক্তির কথা শোনা যাচ্ছে তাদের মধ্যে ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যক্ষ এনামুল করিম শহীদ, ড. আসাদুজ্জামান রিপন, সাহাবুদ্দিন লাল্টু, সাবেক কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহবায়ক এবিএম মোশারফ হোসেন, সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা হাসান মঞ্জুর, বেনজির আহমেদ টিটু, সেলিমুজ্জামান সেলিম, কাজী রওনাকুল ইসলাম টিপু, মনির হোসেন, ব্যারিস্টার নাসিরউদ্দিন অসীম, সাবেক মহানগর নেতা মামুন হাসান প্রমুখ। অবশ্য ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন সাবেক ছাত্রদল নেতাকে বিএনপির জেলা কমিটিতে স্থান দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেন সাবেক ছাত্রদল নেতা ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, সারওয়ার আজম খান, ফেরদৌস আহমেদ খোকন প্রমুখ।